বণিক বার্তা
রেজি. নং : ডিএ ৬১০৮ ■ বর্ষ ০১, সংখ্যা ৩০৬ www.bonikbarta.com | সমৃদ্ধির সহযাত্রী

বণিক বার্তা, ২০২০-০২-১৮, পৃঃ-০২, ১২

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯তম সমাবর্তন গতকাল রাজধানীর আফতাবনগরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসেবে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি প্রদান করেন। এবারের সমাবর্তন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে তার স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত। এ সমাবর্তনে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ও গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ২ হাজার ১১১ জন শিক্ষার্থীকে সনদ দেয়া হয়। এছাড়া অনন্য মেধাবী তিনজন শিক্ষার্থীকে দেয়া হয় স্বর্ণপদক।

সমাবর্তনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী শহিদুল্লাহ। সমাবর্তন বক্তা ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার এম আমীর-উল ইসলাম। আরো বক্তব্য রাখেন ইস্ট ওয়েস্ট ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এমএম শহিদুল হাসান। এছাড়া অন্যদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারপারসন, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, গ্র্যাজুয়েট ও তাদের অভিভাবকরা অংশ নেন। —বিজ্ঞপ্তি

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে শিক্ষামন্ত্রী

গবেষণাপত্র প্রকাশে শিক্ষকদের সহযোগিতা করবে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, শুধু আর্থিক সমস্যার কারণে আমাদের শিক্ষকরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও জার্নালে তাদের গবেষণাপত্র উপস্থাপন করতে পারেন না। সরকার এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে। এজন্য একটি তহবিল গঠন করার চিন্তা করছে সরকার। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বর্তমানে কোনো প্রশিক্ষণকেন্দ্র নেই। কিন্তু সব শিক্ষকের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। সরকার এ লক্ষ্যে একটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা নিচ্ছে। কারণ মানসম্মত শিক্ষক ছাড়া মানসম্মত শিক্ষা অসম্ভব।

গতকাল রাজধানীর ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ১৯তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে একথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী শহিদুল্লাহ। সমাবর্তন বক্তা ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার এম আমীর-উল ইসলাম। আরো বক্তব্য রাখেন ইস্ট ওয়েস্ট ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এমএম শহিদুল হাসান।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমরা এমন একটি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরি করতে চাই, যারা জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি ধারণ করে পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেকে সৃজনশীল, উৎপাদনমুখী, সুখী ও বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। তিনি বলেন, একাডেমিয়া-ইন্ডাস্ট্রি সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মজগতের চাহিদা অনুযায়ী কোর্স কারিকুলাম প্রণয়নে কাজ করছে সরকার।

এবারের সমাবর্তন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত। সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসেবে শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষার্থীদের সনদপত্র প্রদান করেন। সমাবর্তনে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ও গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ২ হাজার ১১১ জন শিক্ষার্থীকে সনদ দেয়া হয়। এছাড়া অনন্য মেধাবী তিনজন শিক্ষার্থীকে দেয়া হয় স্বর্ণপদক।

East West University
EAST WEST UNIVERSITY
LIBRARY
Plot No. A/2, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Dhaka-1212